অধ্যায় ১

জন প্রশাসন : সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি
[Public Administration : Defination, Nature and Scope]

ভূমিকা (Introduction) :

সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও তার প্রশাসনের উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে জন প্রশাসন বা Public Administration একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রশাসন হল একটি সচেতন উদ্দেশ্যে পরিচালিত নির্দিষ্ট এক ধরনের কাজ হল প্রশাসন। অতএব কাজকর্মের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় হল প্রশাসন। প্রশাসন নামক ধারণার অঙ্গ হিসাবেই জনপ্রশাসন কাজ করে থাকে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রোউইলসনকে জনপ্রশাসনের জনক বলা হয়। অবশ্য, জনপ্রশাসনের পরিধি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশাসনবিদদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মত পরিলক্ষিত হয়। তাই এর পরিধি সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়।

- ❖ L.D. White-এর মতে, জননীতি রূপায়ণ সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপই হল জনপ্রশাসন।
- ❖ H. Simon এর মতে, জনপ্রশাসন হল শাসনবিভাগীয় বা প্রশাসনিক কাজকর্ম বা ক্রিয়াকলাপ।
- ❖ উড্রো উইলসন এর মতে, জনপ্রশাসন হল আইনের বিশদ ও সুসংবদ্ধ প্রয়োগ।
- ❖ ডিমক এর মতে, আইনের কার্যকর দিক হল জনপ্রশাসন যা সরকারের শাসন বিভাগের অঙ্গ।
- ❖ সঠিক অর্থে, জনপ্রশাসন হল সরকারী আইন ও নীতিসমূহকে কার্যে পরিণত করার জন্য একটি অরাজনৈতিক আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

এক কথায়—জন প্রশাসন হল সরকারের ক্রিয়াশীল অংশ, যার দ্বারা সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবে রূপায়িত হয়।

- ❖ অতএব, জনপ্রশাসনের কতগুলি দিক প্রতিফলিত হয়, তা নিম্নরূপ :

[i] জননীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণ
[ii] সরকারের শাসনবিভাগীয় ক্রিয়াকলাপ
[iii] প্রশাসনিক কাঠামো এবং ব্যবস্থা
[iv] প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি
[v] আমলাতন্ত্র ও তার ক্রিয়াকর্ম
[vi] গোষ্ঠীগুলির কাজের সমন্বয় বা সামাজিক সম্পর্ক বিধান এবং
[vii] সাংগঠনিক কাঠামোগুলির সঙ্গে পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বিধান ইত্যাদি।

- ❖ জন প্রশাসন তার নির্দিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও তার সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনাকে বিষয়বস্তু হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন— অর্থনৈতিক ও রাজত্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অধ্যাপক Alan Walker 'Applied Public Administration' এর ক্রিয়া হিসাবে কতগুলি বিষয় বা বিভাগের নাম উল্লেখ করেন তা হল অর্থনৈতিক, আইনবিষয়ক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক ইত্যাদি।
- ❖ লুথার গ্যালিক জনপ্রশাসনের বিষয়বস্তুকে POSDCORB এই অক্ষরগুলির দ্বারা সূত্রায়িত করেছেন। উক্ত অক্ষরগুলির তাৎপর্য অত্যন্ত অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি অক্ষরই বিশেষ অর্থ বহন করে। যথা—

P	Planning অর্থাৎ পরিকল্পনা
O	Organisation অর্থাৎ সংগঠন
S	Staffing অর্থাৎ কর্মী নিয়োগ
D	Directing অর্থাৎ নির্দেশ দান
Co	Co-Ordination অর্থাৎ সমন্বয় বা সংযোগ রক্ষা
R	Reporting অর্থাৎ সংবাদ প্রদান
B	Budgeting অর্থাৎ বাজেট বা আয়ব্যায়ের হিসাব

❖ F. A. Nagro জনপ্রশাসনের পরিধিকে সম্প্রসারিত করার জন্য কতগুলি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন, তা নিম্নরূপ ঃ

[i] সরকারী সংগঠনে সমবায়মূলক গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টা;

[ii] সরকারের তিনটি বিভাগ। যথা— শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত;

[iii] জননীতি নির্ধারণে জনপ্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা;

[iv] জনস্বার্থমূলক কাজের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন আধা-সরকারী ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের বিষয়;

[v] মানবীয় উপাদান এবং

[vi] বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন থেকে পৃথক ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, প্রতিটি স্তরেই সংগঠনেই প্রশাসন এক অপরিহার্য ব্যবস্থা, পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া বিশেষ। প্রশাসন ছাড়া কোনো প্রকার সংগঠনই সঠিক ও যথাযথভাবে পরিচালিত হতে পারে না, অতএব কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় কিংবা আঞ্চলিক সমস্ত স্তরেই শাসনবিভাগীয়, আইনবিভাগীয়, অর্থবিভাগীয় ক্রিয়াকলাপ জনপ্রশাসনের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। কেবল তাই নয় সরকারের কার্যাবলী সংগঠনের সমস্যাবলী ও ক্রিয়াকর্মে রত বিভিন্ন অফিসারদের প্রয়োগ পদ্ধতি সবকিছুই জন প্রশাসন শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। এমনকি সরকারী কর্মচারীবৃন্দের সমস্যা ও অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থাকেও এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

✦ সরকারী প্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ঃ [Difference between private and public Administration]

ভূমিকা (Introduction) :

সরকারী ও বেসরকারী বা ব্যক্তিগত প্রশাসনের মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে এই প্রভেদ বা পার্থক্য কী বৈধ বা যুক্তিসম্মত ? অবশ্য এর উত্তর পেতে হলে উভয় প্রশাসনের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিষয়ে বুঝতে হবে। তবে একথা ঠিক যে প্রশাসন শব্দটি সার্বজনীন বা universal কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী প্রশাসনের পার্থক্যের ক্ষেত্রে প্রশাসনবিদদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—হেনরি ফেয়ল, পি. ফলেট, এল আরউইক প্রমুখদের মতে উভয় প্রশাসন-ই এক।

পক্ষান্তরে, পল অ্যাপলবি প্রমুখদের মতো কিছু চিন্তাশীল প্রশাসন বিজ্ঞানী উভয় প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

মূলতঃ চারটি নীতির ভিত্তিতে জনপ্রশাসনের সঙ্গে বেসরকারী প্রশাসনের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। যথা—

[i] নীতির অভিন্নতা;

[ii] বাহ্যিক আর্থিক নিয়ন্ত্রণ;

[iii] মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা এবং

[iv] মুনাফা

এছাড়াও উভয় প্রশাসনের পার্থক্য সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, সরকারী প্রশাসন হচ্ছে লাল ফিতের বাঁধন, অদক্ষ, স্থিতিশীল কিন্তু বে-সরকারী প্রশাসন হচ্ছে দ্রুত, দক্ষ এবং গতিশীল।

পার্থক্য ঃ

❖ i. সরকারী জনপ্রশাসনের নেতৃত্বে থাকেন রাজনীতিবিদরা। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী জনপ্রশাসনের নীতি নির্ধারণ করেন এবং সেই নীতি রূপায়িত হয় আমলাদের দ্বারা।
পক্ষান্তরে, বেসরকারী প্রশাসন রাজনীতিক নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় না বা নির্দেশিত হয় না।

❖ ii. সরকারী জনপ্রশাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসেবা, মুনাফা লাভ নয়, তাই সরকারী প্রশাসন ঘাটতি বাজেট পরিচালিত হয় এবং কখনও আর্থিক ভরতুকি দ্বারা পরিচালিত হয়।

কিন্তু, বেসরকারী প্রশাসনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল মুলাফা অর্জন। যেখানে মুনাফা লাভের সম্ভবনা থাকে না সেখানে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনও থাকে না।

❖ iii. সরকারী প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হল সামাজিক প্রয়োজনীয়তা মেটানো। যেমন— পরিবহণ, ডাক-যোগাযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা, সৈন্যবাহিনী বা পুলিশ বাহিনী পরিচালনা ইত্যাদি।

অপরদিকে, বে-সরকারী প্রশাসনের লক্ষ্য হল একেবারেই সংকীর্ণ প্রকৃতির। একমাত্র লাভজনক পণ্য উৎপাদন করে বাজারে সরবরাহ করাই বে-সরকারী প্রশাসনের লক্ষ্য।

❖ iv. সরকারী জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে জনগণের প্রতি যথেষ্ট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। কিন্তু, বেসরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

❖ v. জনসাধারণের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সরকারী জনপ্রশাসনকে সর্বদা একইরকমের রীতি-নীতি অনুসরণ করতে হয়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষে সরকারী জনপ্রশাসন কোনো পার্থক্য করতে পারে না।

পক্ষান্তরে, বেসরকারী প্রশাসন নিজের ইচ্ছামতো নিজেদের সঙ্গে তথা জনসাধারণের সঙ্গে, ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে পারে।

❖ vi. আইনসভা দ্বারা আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সরকারী জনপ্রশাসনকে কাজ করতে হয়, তাই এক্ষেত্রে প্রশাসন ইচ্ছামতো আয়-ব্যয় করতে পারে না।

কিন্তু, বেসরকারী প্রশাসন নিজের ইচ্ছামতো আয় সংগ্রহ ও ব্যয়নির্বাহ করতে পারে।

❖ vii. সরকারী জনপ্রশাসনে দক্ষতার অভাব চূড়ান্তভাবে পরিলক্ষিত হয়। কেননা এখানে রাজনৈতিক প্রভুদের সন্তুষ্ট করার ব্যাপার থাকে এবং এই প্রশাসনের কাজ হয় রুটিং মাফিক ও যান্ত্রিকভাবে।

পক্ষান্তরে, বেসরকারী প্রশাসনের মূল মন্ত্র হল দক্ষতা। কেননা দক্ষতা ও গুণগত উৎকর্ষ ছাড়া কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, উক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় প্রশাসনের সাদৃশ্যকে উপেক্ষা করা যায় না। যেমন— উভয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে কর্মীবৃন্দ পরিচালনা ও অর্থ পরিচালনা সমস্যা একই ধরনের। আবার দক্ষতার ক্ষেত্রে উভয় ধরনের প্রশাসন অর্থাৎ সরকারী ও বেসরকারী প্রশাসনের পার্থক্য হল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ এর মতো।

✦ জন প্রশাসনের বিবর্তনের ওপর একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। [Discussion on evolution of the Discipline of public Administration]

ভূমিকা (Introduction) :

Public Administration বা জন প্রশাসন খুব একটা পুরানো বা প্রাচীন নয়। তবে এই শাস্ত্রটির বয়স একশত বছর হলেও অতি প্রাচীন কাল থেকে মানব সমাজে জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ব্যাসদেবের 'মহাভারত', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কণফুসিয়াস রচিত বিভিন্ন বিধি, অ্যারিস্টটলের 'politics' ও ম্যাকিয়াভেলীর 'The Prince' ইত্যাদি গ্রন্থে প্রশাসনিক চিন্তা, প্রশাসনিক সংগঠনের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আরো উল্লেখ্য যে, সুসংবদ্ধ শাস্ত্র হিসাবে জনপ্রশাসন শাস্ত্রের আবির্ভাবের অনেক আগে বিভিন্ন সম্রাট বা রাজাদের ক্রিয়াকলাপে জনপ্রশাসনের বিভিন্ন দিকগুলি প্রতিফলিত হয়। যেমন, বিভিন্ন সড়ক নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অর্থ সংগ্রহ, সৈন্যবাহিনী পরিচালনা, বিভিন্ন শহর ও নগর পত্তন ইত্যাদি।

জন প্রশাসনের বিকাশে বিভিন্ন অধ্যায় বা পর্বের বা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়েছে। জন প্রশাসনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসকে প্রধানত 5 টি অধ্যায় বা পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা—

❖ i. প্রথম পর্যায় ঃ 1887 – 1926 খ্রীঃ

❖ ii. দ্বিতীয় পর্যায় ঃ 1927 – 1937 খ্রীঃ

- iii. তৃতীয় পর্যায় ঃ 1938 – 1947 খ্রীঃ
- iv. চতুর্থ পর্যায় ঃ 1948 – 1970 খ্রীঃ
- v. পঞ্চম পর্যায় ঃ 1971 থেকে আজ পর্যন্ত

অবশ্য শিল্পবিপ্লবের ফলে জনপ্রশাসনের বিকাশ প্রথম গ্রেট ব্রিটেনে সংগঠিত হয়, অতঃপর দ্রুত প্রসার লাভ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

প্রথম পর্যায় ঃ

জন প্রশাসন শাস্ত্রের জনক উড্রোউইলসন 1887 সালে 'The study of Administration' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই জনপ্রশাসন শাস্ত্রটি জন্মলাভ করে। জন্মলগ্নের এই যুগটিকে রাজনীতি প্রশাসন বিরোধের যুগ বা Politics Administration Dichotony-র যুগ বলে অভিহিত করা হয়। উড্রোউইলসনের মতে, প্রশাসন হল রাজনৈতিক নীতি ও সিদ্ধান্তের রূপায়ণ'।

উড্রোউইলসন Princeton university র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদে নিযুক্ত হন। তাকে জন প্রশাসন শাস্ত্রের পিতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কেননা তিনি জনপ্রশাসন শাস্ত্রকে সম্পূর্ণ পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা প্রদান করতে সমর্থ হন। তিনি তাঁর 'The study of Administration' এ জনপ্রশাসন শাস্ত্রর পৃথক অধ্যায়ন ও আলোচনার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন।

Frank. J. Goodnow এর রচিত 'Politics and Administration' (1900) নামক গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে উইলসনের চিন্তাধারাকে সমর্থন করেন এবং ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, রাজনীতি ও প্রশাসন সরকারের দুটি পৃথক ক্রিয়াকর্মের অন্তর্ভূক্ত। Max Weber ও প্রশাসনকে একটি পৃথক শাস্ত্র হিসাবে দাবি করেন। তিনি আমলাতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ ও বৈশিষ্ট্যকে প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত করেন।

1926 সালে L.D. White তাঁর 'Introduction to the study of Public Administration' নামক গ্রন্থটি সবপ্রথম জনপ্রশাসন বিষয়ক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মূল বিষয় হল রাজনীতি ও প্রশাসন উভয় বিষয়কে পুরোপুরি পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা এবং দক্ষতা ও অর্থনীতি হল জন প্রশাসন শাস্ত্রের মূল বিষয়।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

জনপ্রশাসনে বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় 1927 সালে এবং শেষ হয় 1937-39 সালে। এই পর্যায়ে রাজনীতি ও প্রশাসনের বিভাজনের ধারণাটিকে নতুন করে রূপায়িত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং আরো উল্লেখ্য যে Science of Management এর বিবর্তন ঘটে। এই পর্বে জন প্রশাসনের গণচরিত্রের পরিবর্তে দক্ষতা বা Efficiency-র ওপর ব্যাপকভাবে আলোকপাত করা হয়। এছাড়া বাস্তব পরিস্থিতি ও সংগঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে দেখা যায়। 1927 সালে W.F. Willoughby-র সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'The Principles of Public Administration' প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। এই গ্রন্থটিতে প্রশাসন শাস্ত্রের নতুন নতুন নীতির প্রতি বা সূত্রের প্রতি নির্দেশ দান করা হয়।

অতঃপর মেরি পার্কার ফলেট এর Creative Experience' এবং প্রশাসনিক মুনে ও র‍্যালির 'Principle of Organisation' এবং হেনরি ফেয়লের 'Industrial and General Management' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 1937 সালে লুথার গ্যালিক, এল. আরউইক এবং অন্যান্য লেখকেরা প্রশাসন বিজ্ঞানের ওপর বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। ফলস্বরূপ 'বিজ্ঞান' শব্দের ব্যবহার ব্যাপকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অতএব, 1927-1937 সাল পর্যন্ত সময়কালকে জনপ্রশাসন শাস্ত্রের নীতি-নির্ধারণের ইতিহাসে এক সুবর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ

জনপ্রশাসনের ইতিহাসে তৃতীয় পর্ব পর্যায়টি শুরু হয় 1938 সাল থেকে এবং শেষ হয় 1947 সালে। অবশ্য এই পর্যায় কালটি শুরু হয় বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক বা বাদানুবাদ এবং প্রশ্ন উত্থাপন ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, C.I. Barnard এর

সুবিখ্যাত 'The Functions of the Executive' নামক গ্রন্থটি 1938 সালে প্রকাশিত হয়। তিনি এই গ্রন্থে উইলোবি, লুথার গ্যালিক, এল. আরউইক প্রমুখ প্রভাবশালী লেখকদের মতামতকে কোনোভাবেই সমর্থন করেননি। এমনকি হার্বাট সাইমন, রবার্ট ডাল-ও তাদের লেখাকে অস্বীকার করেন ও তীব্র প্রতিবাদও করেন।

হার্বাট সাইমন 'Proverbs of Administration নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। অতঃপর যুক্তিতর্ক সমন্বিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'Administrative Behaviour' 1947 সালে প্রকাশ করেন। অবশ্য এই গ্রন্থটির জন্য 1978 সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি জনপ্রশাসন সম্পর্কে পুরোনো তত্ত্বের অস্পষ্টতা ও পরস্পরে বিরোধী ধারণার তীব্র বিরোধীতা করে জনপ্রশাসনের একটি বলিষ্ঠ মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি জনপ্রশাসনের আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটিয়ে এই নতুন যুগের সূচনা করেন।

চতুর্থ পর্যায় ঃ

জনপ্রশাসনের বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে চতুর্থ পর্যায়টি শুরু হয় এক ব্যাপক সংকটের মধ্য দিয়ে। ওই চতুর্থ পর্যায়টির সময়কাল 1948-1970 সাল পর্যন্ত। এই পর্বে জনপ্রশাসন জননীতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন সমাজবিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়গুলির সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যায়। এই পর্বে জনপ্রশাসন সংক্রান্ত আলোচনা একটি সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছিল। তবে এর Accademic Field এর সীমানা ততটা সুস্পষ্ট ছিল না। আরো উল্লেখ্য যে এই পর্বে সমগ্র প্রশাসন শাস্ত্রের ওপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যেন এক ব্যাপক জয়যাত্রা বস্তুতপক্ষে, এই পর্বে জনপ্রশাসনকে তার নিজস্ব পৃথক সত্ত্বা ও বিশেষত হারিয়ে ফেলতে হয় এবং এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে মিশে যেতে হয়।

পঞ্চম পর্যায় ঃ

জন প্রশাসন নামক শাস্ত্রটির বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের শেষ পর্যায়টি শুরু হয় 1970 সালের পর থেকে এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত তা চলছে। এককথায় এই পর্বটির সূচনা হয় 1971 সাল থেকে। পূর্ববর্তী পর্যায়কালে বহু বিক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা থাকলেও জনপ্রশাসন একটি বিশেষ উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়।

শাসন বা প্রশাসন শাস্ত্র হিসাবে সমস্ত সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে জনপ্রশাসন নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই শাস্ত্রটি একদিকে প্রশাসনের গতিবিজ্ঞানের ওপর আলোকপাত করেছে। পক্ষান্তরে, পরিচালন বিজ্ঞানের ওপর ব্যাপকভাবে মনোনিবেশ ঘটিয়েছে।

অবশ্য U.S.A সহ বিশ্বের অন্যান্য উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থায় স্বার্থ বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি অতিসক্রিয় হওয়ায় আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে যা উপেক্ষা করা অসম্ভব। অতএব প্রশাসকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে এইসব গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ জনপ্রশাসন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, জনপ্রশাসন শাস্ত্রটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (U.S.A) প্রথম জন্মলাভ করায় সেখানে এই শাস্ত্রটির একটি শক্তিশালী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যত বেশি প্রসার লাভ করেছে ততবেশি প্রশাসন শাস্ত্র ব্যাপকতা লাভ করেছে। তবে একথা স্পষ্ট যে জনপ্রশাসনের দক্ষতা ও দূরদর্শিতার ওপর কোনো রাষ্ট্রের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। অবশ্য পূর্বে জনপ্রশাসন শাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি Part হিসাবে বিবেচিত হত। কিন্তু বর্তমানে জনপ্রশাসন শাস্ত্রটি তার স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্বিভূত হয়। কেবল তাই নয়, প্রশাসন বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনার জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠেছে। অতএব এই জনপ্রশাসন শাস্ত্রটি অদূর ভবিষ্যতে আরো গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও মর্যাদা লাভ করবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।